কাল অতিমারীঃ কবিতা

প্রণব পাল

নির্বিকল্প /

বিকল্প নেই। নির্বিকল্প গাছ ও মানুষের বাচ্চারা।

সাইরেন বেজেই চলে শূন্যস্তুতে। দূরে কোথাও দোলা খাঁচার বাইরে ভিতরে অক্সিজেনের চলাচল। মাথায় সুনসান রাস্তার লম্বা ফটোগ্রাফ। ফাঁপা নলকূপে জল ওঠেনা অথচ ল্যাবরেটরির হুলুস্থুলে বিশেষ সংবাদ। বন্ধুরা যে যার চশমায় ঘুম পাড়ায় নিজের ছায়া। স্লো-মোশনে ড্রপ খাচ্ছে সূর্য। লাটাই হাতে টানি ঘুড়ির অ্যানাটমি। মারপ্যাঁচ খেলতে খেলতে হল্লারাজার মিছিল ফেসবুক ডিঙিয়ে টিভি পর্দায়। উত্তেজনাহীন সবুজ পাতা অনলাইনে সিজন প'রে কাটিয়ে ওঠে ধুসরামি।

অ্যালবামে হাঁটে স্মৃতিলজিকের ফ্যালাসি। ঝিম ধরা সময়ে জং সারাতে জিম করে দিমাক। এক বেঘত ফুরফুরে হাওয়ার জন্য নয় থেকে শূন্য হাঁমুখিয়ে ডেকে তোলে। যাবতীয় জিন্দাবাদ গৃহবন্দী আজ। পাখির ডানায় শিকল পরানো যুগ দাপাচ্ছে হুঁযুগে আর একটা গোটাবিশ্ব নুকিয়েছে মশারির ভিতর খোলসে। ডিম ফোটার আগেই নীরব সন্ত্রাস ছুঁতে চাইছে হ্যান্ডস আপ দুনিয়ার মগজ তবু কোথাও রোদ বোনা হচ্ছে আনচান ভিতর গরিমায়।

ভাষাকলি/

কোথাও বাজছেনা হুইসেলের গ্রীন সিগন্যাল। কালো বেড়াল পার হয় একটার পর একটা দরজা। শার্সি কাঁপিয়ে একটা নীরব শয়তানের আঁচড়। ভুলভুলাইয়া কুয়াশায় তরতাজা গ্লোব হারানো রাস্তার খোঁজে। ধুকপুক দোলে ঘিলুর সাত তলায়। এখন শক্ত হাতে লাঠি নয় নিজেকে ধরার সময়। দশ দিগন্ত আলোবার জন্য মোমবাতির মিছিল নয় নিজস্ব কুপি জ্বালিয়ে বসে থাকা। আঙুলে বেঁচে থাকা ঊনকুসুম ফুটতে চায় ভোর বেলায়।

গিজগিজ করে যন্ত্রনার বার্থ সার্টিফিকেট। গাছের মাথায় পাকা ফলের হামাগুড়ি। ভিড়েভাট্টায় খুলে বসি অ্যালবাম। কত আনচান উঁকি মারে, হারানো ভ্রমন একপেট ক্ষিদের কাতর বলে। কাদের ঘরে কাপপ্লেট উড়ে যায় দালির তেল রংয়ে আর সময় গলে পাতা ঘড়ি চুঁয়ে। প্রকৃতির পেট চিঁরে যত সম্পদ, আল্হাদ হত্যা হ'লো তারা দশ আঙুলের আঁচড় লেখে গ্লোবের গায়ে টাঙানো পোস্টারে। কবিতার শব্দেরা বড়ো কষ্টে ভুখা আছে আজ। নির্বিকার আঙুলে নতুন ঋতুর জলসা। ঘুমানো অক্ষর কথক, লেখাপুরি, ভাষাকলির ডালে আবার ফুটবে বলে রাত জেগে বসে আছে রোদ। ঘাপ্টি মেরে সাতবেহালার ছড়। ডুব জলে লুকিয়ে একটা সাত ঘোড়ার নক্ষত্র।

ফুস মন্তর/

লুকিয়ে চুরিয়ে বাঁচে বেদানা সুন্দরী ও খোলা দরজার পাল্লা। ধেয়ে আসা লু এরা লালালুলু। স্থির ট্রামের মসৃণ চাকা নিজেকে জংদার আপদ ভেবে নিজেই নিজেকে সরিয়ে নেয়। আপতকালীন বার্তায় মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে থতমত হাওয়া। জমা চর্বি গলে রাস্তায় দাঁড়ানো গাছসুন্দরীর দু'গালে। চর্বিতর্বন জনতার মানিব্যাগে মধুমতী ঘাম গড়ালো শিশুতায়। কেউ আর প্রাপ্ত বয়স্ক হচ্ছেনা। আতঙ্কের মেল ট্রেন ছোটে ধুধুকার শূন্যতায়। ফোটা ফুলে সোহাগ ওড়া বেলা, নির্বাক চিত্রের জলছবি ও ফ্রেসকো আটকে দুন্দুভিশব্দের অদৃশ্যতা। চিত্রায়ন এঁকে এঁকে চলাচল গঠনের পূর্ণিমায় কে যেন আগুন লাগায়। কুঁকড়ে যায় ইতিহাস চর্চা ও যাপনের স্পর্দ্ধা। খেলার ওঠানামা নামতা পড়ছে। নেই আছির ছক্কাবাজী সার্কাসে জমজমাট ভিড়। এও এক বেঁচে থাকা। দমবন্ধ শ্বাসের ভিতরে ধীমানের প্রণায়াম। ভোর হাত পায়ে জং ছাড়ায় একটা উল্লাসদিন গিফ্ট পাবে ব'লে। সন্ত্রাসী ভাইরাস তুমি আত্মহত্যা করো। উশখুশ সবুজ লাউডগা বাড়ে হিমোগ্লোবিনের প্রসূতিসদনে। মাস্ক পরে সূর্য উঠলো ব্যালকনির গ্রীন সিগন্যালে। পায়ের তলপেটে লাফায় আরবি ঘোড়ার খুড়। একটা কুলুকুলু, ফুরফুরে হাওয়ার তেলচিত্র আঁকি আর ফুসমন্তরে সারিয়ে তুলি পৃথিবীর ক্ষত।

অলীক আয়না /

অলীক আয়না দ্বিতীয় জীবন দেখায়। চামড়ায় পারদের লালাভা তোমাদের খুলে দ্যাখে। পৃথিবীতে উল্টো ঘোরার ব্যাক গিয়ার। প্রকৃতিমো চোখের পাতা খোলে। ডুবুরী চাঁদ ছড়ি ঘোরায়। গল্পগুলো প্রাপ্ত বয়স্কি আড্ডায় ভিজিয়ে তোলে শুকনো কণ্ঠনালী। ঠ্যাঁটা কলম ছুটন্ত ট্রেনের পাল্লায় চলচ্চিত্র ডাকে। একটা একলা দাঁড়ানো পা ক্রমশ ভিড় ভালোবেসে ভেড়ে উদম ডাঙার কল্লোলে। এক কাপ গরম চা আমায় ডাকে, সিগারেট ক্ষতিকারক জেনেও পুড়ে যায় শেষ পর্যন্ত। টোবাকোর টুকরোয় মৃত পৃথিবীর ভগ্নাংশ। খন্ড খন্ড মাথায় কী সব ইসাড়া। ক্রমশ শ্মশানের দিকে চোলে চলে মৃত্যু মিছিল। এই ধ্বংসের মধ্যেই জীবনের আল্হাদ কুড়িয়ে ফুর্তিমৃত্যু বেছে নিচ্ছে বাকি থাকা আয়ু। সন্তানের কথা অর্ধেকিনীর গান ছটফটে পৃথিবী আঁকড়ে ঘুরে যাওয়ার পাঞ্জা হারিয়ে যায়। শূন্যস্থান বড়ো হচ্ছে আর সংখ্যাগুলো হারিয়ে হাতড়াই একটা সবুজ মোমবাতি। বাতিল মাথায় এখনও কেউ টোকা দিচ্ছে ব্যক্তিগত সিরিজে আর আমি ধুমপানে ধুমধাম। ব্যাঁকাত্যাঁড়া টলে যাওয়া প্রণবকে সিধে করে বসাচ্ছে জাগা পৃথিবীর নেশা হারা আঙুল। একটা ভুল জলছবি দেখাচ্ছে অলীক আয়না।

সোনার পাত্র /

ম্যাজিক বোতল নেশায় টলে। নেশাতুর পায়ে সর্ষে আর আজব দুনিয়ার ক্যালাইডোস্কোপ। কিনারা হীন হাওয়া ওড়ায় ওড়নারোমাল।

দেখি ফুল ব্যাকগিয়ারে নিজের আয়না। রোদ ছাপানো দুপুর এক্কাদোক্কাচ্ছে গ্লোবের মাথায়। একটা মজা দিনরাত ইসাড়া করে হাঁটু জলে নামার। ফড়িংঝুমঝুমি কানের কাছে ওড়ায় পতাকা। বন্ধুরা বর্ণমালায় পাজল খেলে পরিণত করে নিজেদের অবস্থান। একটা ক'রে প্রজাপতি পাঠায় মগজের বারদুয়ারিতে। এ সময় খুব নার্ভাস হয় আমার। মেধান্তারায় একতারা বেজে ওঠে। ম্যানুস্ক্রীপ্ট বুনতে বসি। কী একটা গড়তে গড়তে ভেঙে ফেলি। ফেলে দেওয়া শব্দে আবার বানাই। একটা মারভেলাস্কর্য্য ঠুকি হাতুড়ি ছেনিতে। জোর ক'রে বানানো ঘুমের গায়ে ঢিল ছুঁড়ে পুকুরের জলবৃত্ত ছড়াই আদিগন্ত নীলান্তে। ফুল ফোটে সাদা পাতায়। গৃহবন্দী পলাতকের হাতে ডানা মেলা চারাশব্দে হৈ চিৎকার লাগে। হাতের ফেবিকলে বর্ণপরিচয় জুড়তে জুড়তে মুখ ধুয়ে এসে দাঁড়ায় একটা কাঁচা নতুন। শেষ নেই, শুরুহীন বাক্যস্রোতে ভরে যায় সোনারপাত্র।

আরিব্বাস - ২ /

কিছুই করার নেই। বোল্ড পৃথিবী দেখার উইকেট জানালা। হার বগলে রেখে পৃথিবী কাঁদছে। ছেলে মানুষি পায়। প্লেট ওড়াই আকাশি নীলাতুর মগজে। ভুখা হাতের খালি শালপাতায় লেখা হয় এক বেঘত ধ্বনিটিক্স। রঙিন মাছেরা হাবুডুবুর অসীম পাঠশালায়। গাড়িঘোড়া রাস্তা জুড়ে খিস্তি লিখে অনশন টাঙায় হাওয়া পোস্টারে। ছাপানো গান্ধী ক্রীকেট খেলেই চলে। রিমোট কন্ট্রোলে শেয়ারতুতো দোলনা। সুনসান সকাল আঁকে সংবিধান লুঠেরা। এরই মধ্যে পায়ে ভ্রমনের হারানো ফটোগ্রাফ। উস্কোখুস্কো ভবিষ্যত চাপর মেরে জিয়োল রাখে বিষণ্ণ ধারাপাত।

দুহাত টাঙিয়ে খৃষ্টাব্দ আগলায়। ভুল যন্ত্রনায় ছটফট আঙুল। কালো বেড়ালের থাবায় মুখ দেখছে আয়নাসুন্দরী। মৃত্যুর চেয়ে কঠিন মৃত্যুর এক্সিবিশন। প্রতিটি ভোর ফর্সা কাচের আয়না সেজে দোল খায়। সন্ধ্যার অস্ত যাওয়া সূর্য মুখ দেখে হারানো বিকেলের অন্ধকারে। শোকসভা পালনে দুধারে সবুজ হারা গেছো পতাকা। দমবন্ধ গল্পের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভুলে যায়। অ্যালজোলাম খাওয়া পৃথিবী ঘুমায় স্বপ্নের পাশবালিস ধ'রে। আয়নায় মাতৃসদনে ন্যাংটো সকালের মুখ দেখা মারভেলাস লিখছে আলাদীনের দেশ। পারদের কাচে স্বচ্ছ দেখার জন্য আজও ভিতরে একটা আরিব্বাস ধুকপুক করে নবীন রোদ্দুরে।

খালিস্রোতা /

মহাকালের কুরুশে বোনা দিন। শূন্যে গুনিয়ে যায় ইনফিনিটি। নাবন্তী ধারাপাঠে শুকনো ডালে ক্রমশ জীর্ণ দুপুর। ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ উৎসব’। মৌচাক ছাড়ে ফ্রকপরা মধুমাছি। কোথাও লেখা হচ্ছে নয়া আধুলির পংক্তি দেশী পরোটায় তরঙ্গ উঠবে বলে মানচিত্রে হাট বসেছে শুক্রবারে। ন্যাড়া হাতে গড়িয়ে পড়ে খিদে। চাঁদ উঠল চাঁদের মতই। ধেনো হারা নেশান্যতা গড়িয়ে চলে সীমান্তের দিকে। কাঁটাতারের হাহাকার বালি টানছে দীর্ঘনিশ্বাসে। এখনই উল্টো দাঁড়াবার মরসুম। ছাপানো বর্ষার আর্তনাদ ওঠে কণ্ঠনালীতে। গৃহবন্দী আমার শৃঙ্খল ভেঙে ডিক্সেনারির পাতা লাফায় ধ্বনিবুলায়। বেজে ওঠে ইতিহাসের চামড়া। নীরব যুদ্ধে বর্ণপরিচয় বারবার মাত করে ঠুঁটো রাজার ছেনতাই কোহিনূর। কচিবুজ ভোর ওঠে হাতের পাতায়। লকলকে কুমড়োডগা ফণা তোলে দুর্ভিক্ষের উঠনে। টাইগারহিলে রংতেল গড়িয়ে নামে। ভোরমিচুলি খেলায় উগ্রপন্থার ডেরা থেকে ছুটে আসে রঙিন পিস্তল।

ঘুম নয় দিন দুপুরে স্বপ্ন কেনাবেচার হাট এনেছে শীতকাল। চাদর ও সোয়েটার খেলবে মাস্কের নিচে। ঢাউস চাঁদ উঠবে খৃষ্টমাস জুড়ে। গ্লোব চড়ে বসলো দোলনায়। ছুটশীল শিশুরা বেজে ওঠে। গান ওঠে ছেঁড়া সেতারে। ঝালায় ঝালায় মাতোয়ারা রোদস্নাগীতি। মগজে মগজে খুশি খরচ বাড়ে ক্ষুধার্ত কবিতার অতল পেটের উল্লাসে। ফুল ফোটে বসন্ত আসার আগেই। কবর থেকে উঠে দাঁড়ায় কংকাল ও মৃত্যুপার শুভেচ্ছা। দিন ফুটছে চাঁদস্নার পায়ে রোদ লেখা সূর্যের সোনার্ত আভায়।

মিথ্যেমি /

অ্যালবামের মিথ্যেমি আর বাজেনা। ঝাপসা জীবনের এলোপাতাড়ি সন্ধ্যায় যৌবন হারানো বাঁশিওয়ালা ভয়বাক্সে খুঁজছে রঙিন প্রজাপতি। মিছিলের পায়ে আড়ষ্ট জং নিজের ঘুড়ি ওড়ায় হোমটাস্ক ফর্মূলায়। কেউ কাউকে চিনতে পারছেনা। একটা চাতুরি ও ব্যক্তিগত মুনাফা পাচার জনজোয়ারে একাত্ব। বাস্তব আসলে হাত সাফাইয়ের ম্যাজিক। শূন্যকেই সর্বস্ব বানানোর কাল্পনিক বাস্তবতা। দূরবীণ নিয়ে নিজেকে খুঁজে বেড়ায় হারানো হারমনিয়ম। বেজে উঠতে চায় ভোরের খেয়ালি সুরে। ইতিহাস জোব্বা ধরে টানে আর বাজিমাত করে চলে যায় নিষ্কর্মা দিন।

তুমিকে উল্টে যে যৌবন হারিয়েছে ক্রমশ নাগালের বাইরে তার রোমান্সিত চাঁদ। চাঁচরের আধা আলোয় আজও ভেসে ওঠে ওল্টানো তুমি। দিক চিহ্নহীন পড়ে আছে ছেড়ে আসা খোলস। অবশেষে তিনছক্কা পুট হাতে নিয়ে বন বাদাড় শহর জঙ্গল পেরচ্ছি আর ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা হাতের তাস পড়ে যাচ্ছে। বড্ড একা লাগার সময়। খাতা আর পেন ছাড়া কোন ছাড়পত্র নেই। আগুনের অভাবে সন্তানের মুখে হাসি ফোটাবার সামান্য টুকুও বেঁচে নেই হাতে। অ্যাতোদিন শুধু ছায়া খেলে গেছি। অক্ষম তালুতে ভূগোলের নামে গ্লোব নাচানোর মহড়ায় কাটল। দুর্দান্ত মরুভূমি জুড়ে বালিস্কর্য্য আর রোদস্কর্য্যের ঘোর। ফুল আসলে কোন দিনই ফোটেনি তবু নিসর্গ লেগেছে

আঙুলে আর ফুলে উঠেছে একটা কেউকেটা বেলুন। আঙুল কোন দিন ব্যাঁকানো হলো না, উঠলোনা বয়ামের ঘি। তবু রোদ ধরবো বলে ছিপ পেতে বসে থাকি রোজ আর সে ঝালর দুলিয়ে চলে যায় মুখের ওপর।

তারে টক্কার গল্প /

এ পাড়ার ল্যাম্পপোষ্ট তারে টক্কায় কথা বলে ও পাড়ার পোষ্ট বাতির সাথে। সারা দিনের আনাগোনা পড়া ওঠা নিয়ে ভার্চুয়াল জনসভা। ঢাউস আকাশের খোলাটে মেঘলায় লেগে থাকে শ্রমাস্কর্য্য মানুষের আপাদ মস্তক। তারও দূর দূরলিমায় প্লুটান্তরিত সীমায় উঠে যায় অদৃশ্য পাখনার স্বপ্ন নগরী। দুপক্ষের তর্ক নিয়ে ছোটা রাস্তার ইতিহাসে যত সরগরম। মাথা যখন শকুনের বাসা সেখানে পায়রা বসবে কোথায়! সকালকে বরফগোল্লা বানিয়ে লোফালুফি খেলে বুদ্ধিমান মানুষের টাটকা মগজ। বসে থাকা বুদ্ধির মধ্যে ঘুনপোকা। সুন্দর পৃথিবীর চাঁদূর্য্যে আবছাটে দ্যুতির চেকনাই। কথা যদি বলতেই হয় সাতবেলো বাজাও। কূল পার করা তোলপাড় শূন্যভিলার শতরঞ্চি জুড়ে।

কে যেন সূর্য্য আঁকে ভোরভোর, সবুজ বাগানে রঙিন গ্রাউন পরে নেচে ওঠে মেয়েরা। দোল খায় প্রজাপতি ম্যানুস্ক্রীপ্ট জুড়ে। তালুতে বসে এল সি ডি'র পর্দা। নায়ক নায়িকা নাচে একলা বসা কলমে। শরীর খুলে নোংরা জল নামে। ঝর্না নাচে বিশ্বজুড়ে। শব্দের গায়ে লেগে থাকা ভয় খসতে থাকে।

আলাদিনের ভোর /

শ্রাবন্তিকায় ওড়াই বসন্ত কোকিল। ধ্বংসস্তুপে দেওয়ালি প্রদীপ প্লুটোগামী। মহাকাশ হাতের তালুতে রেখে মিল্কিরাস্তার স্তন্য পান করে শুকনো রিফিল। আগুন লাগে বরফপাহাড়ে। আঙুলে তারাবাজির সার্কাস। নবীন হাফসার্ট প্রেম করছে জিম্সিমেয়ের মোবাইল জুড়ে। এলোপাতাড়িস্ট হাঁটে ডিসিপ্লিন অ্যাভিনিউ ধ'রে। ফুরফুরে দিনগুলোর রিমেক লেখে টাটকা কলমের তানপুরা। ঝড়ঝাপটা ডজিং করে নীলকণ্ঠী পায়রা। আগলে আগলে রাখা আমাদেরই হারানো টুরাংশ। যোগ বিয়োগের নামতা পড়ে সূর্যময়ী ভোরেঞ্জোদাড়ো। টু দি পাওয়ার রং লাগছে ফুলে। প্রকৃতি নিজেকেই আঁকছে অদৃশ্য ড্রইংয়ে। ল্যান্ডস্কেপ লেখে নিজের অ্যটোবায়োগ্রাফি। একতারায় ধ্রুবতারা হারানো ছেলেরা দ্যাখে ম্যাজিক শহরের কাচমানুষ। ক্যানভাসে রোদ ওঠে, ঘোমটাবতী ছায়া শুয়ে থাকে আঁধারবাদী গুহালয়ে। বুদ্ধিমানের চরাচর দেখে যারা সাইকেল রেসে নেমেছেল তারা আজ মিছিল পালানো উন্মাদ। অতিচেতনার আগুন ক্রমশ ছড়ায়। একটুকরো ইঁট বলে ওঠে পাখির ঠোঁটে। মগজ ধোয়া সোনালি জল জুয়েলারি সাজায়। বদলভাষার পৃথিবী ঘুরছে উল্টো আহ্নিকে। বাঁক নিচ্ছে নদি ও সুবর্ণমালা। কোথাও একটা আলাদিন ভোর ফুটছে।

প্রণব পাল ১৯৮০র দশকের কবি। তিন দশকের অধিক ক্রমাগত পরীক্ষাভাষার ব্যবহারে তাঁর ব্যতিক্রমী কবিতা রচনা। অনেক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু - *ম্যাজিক ক্যানভাস*, *ভাষাবদলের কবিতা*, *একলা অর্কেস্ট্রা*, *শাস্ত্রহীন চলার বেদনা*, *ভাষাবদলের মন্দাক্রান্তা* প্রভৃতি। গদ্যের বই - *ভাষাবদলের গদ্য*। সম্পাদিত পত্রিকা -*কবিতা ক্যাম্পাস, অ্যান্টি*। একাধিক সংকলনে রয়েছে ওঁর কবিতা। পেয়েছেন বিষ্ণু দে পুরস্কার, সুনীল কুমার পুরস্কার। প্রণবের কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে কৌরব অনলাইন জালিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তও হয়। আলোচনা করেছেন পুলিৎজার পুরস্কৃত মার্কিন কবি ফরেস্ট গ্যান্ডার।